Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IV, Issue-I, July 2015, Page No. 01-06
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সূত্র ভাগীরথী অঞ্চলের ভাষা : পূর্ব ভারতের ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সাধারণ বিচার

স্বদেশ রঞ্জন চৌধুরী, কলকাতা, ভারত

Abstract

Inference of Indo Aryan Dialect. The Change of Regional language of East Gangetic plain land. Three steps of Prakrit Language. The duration of Indo Aryan Language. The importance and evolution of Indo Aryan Colloquial language. The Sovereign Grammatical form accepted in general. Historical Nature of lower Gangetic plain land in Bengal. A study of Colloquial language Indo middle Aryan. The Comments of Dr. Sukumar Sen and Dr.Uday narayan Tiwari on Indo Middle Aryan language. Mahavira, the last Jaina monk Contemporary to the Lord Goutam Buddha. The link of language in between Administration and Culture. The Centroid of Administration system. The Original characteristics or the power of balance of Indo Aryan Language. The Sermon in Colloquial language by Pioneer and Preacher. The Nature of linguistic Speciality of Brahmin religion during the Period of the RIG BEDHA. The Indian defendant religion movement of language evolution during the sixth Century. The all-important of mannerism during the Vedic Period. The acuteners of the Vedic religious rites. The loin cloth of Buddhist monk and A Lungi (A long loin cloth) of other linguistic group. The character of the Administration system and the political power of a zone in linguistic evolution. The Colloquial language of Magadhi. The Magadh dynasty in lower gangetic zone. The spread of Sanskrit culture during the reign of Brahmin rule of India.

Key Words: The Prakrit Language; The Prakrit Person; The sub-literal language & Abahatta; The Aryan language of the middle and modern period; The centroid of Administration; The vedic Language; The loin cloth of monk; The Colloquial Language in Magadh dynesty.

ভারতীয় আর্যভাষার কুলুজি বিচার করলে দেখা যায় যে, প্রাকৃত ভাষাকে মোটামুটি তিনটি স্তরে বা উপস্তরে ভাগ করা হয়েছে। ভাষাচার্য সুকুমার সেনের বর্ণনামত ভারতীয় আর্যের প্রথম উপস্তরের স্তিতিকাল মোটামুটি ভাবে ৫০০ খৃঃ পূর্বাব্দ থেকে ১০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। মধ্য উপস্তরে স্থিতিকাল ১০০-৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিভিন্ন সময়ে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতাদের গ্রন্থে যে প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায় আচার্য সুকুমার সেন তাকে সমকালীন যথার্থ প্রাকৃত বলে স্বীকার করতে চাননি। তার মতে এগুলি সংস্কৃত বিদগ্ধ জনের সৃষ্ট শিষ্ট প্রাকৃত। কারণ পঞ্চম শতাব্দ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষায় পরিবর্তনের যে প্রবল ঢেউ বয়ে গেছে এবং তার পরিণতিতে ভাষা মধ্যস্তর থেকে নব্যস্তরে উন্নতি হয়েছে। আর এই সময় সংস্কৃত ভাষার চর্চা অব্যাহত থাকলেও সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষায় প্রাকৃত জনের ভাষায় পরিবর্তনের প্রভাব পড়েনি সামান্যতম। প্রাকৃতভাষাও সংস্কৃতের মতই ব্যাকরণ নির্ভর সাহিত্যের প্রাকৃত কুশীলবের ভাষা হয়ে পড়েছে। এই প্রাকৃত ব্যাকরণ অনুসারে প্রাকৃত বা আধুনিক মতে ভারতীয় আর্যভাষার উপভাষাগুলির যে নাম পাওয়া যায়, সেগুলি মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, মাগধী, পৈশাচী এবং অপভ্রংশ বা অবহট্টেরই প্রাধান্য। মাগধী এবং অপভ্রংশ বা অবহট্ট থেকেই প্রত্ন নব্য ভারতীয় আর্যভাষার পূর্বী শাখা থেকে, গাঙ্গেয় অববাহিকার উল্লিখিত এলাকার নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সৃষ্টি। আলোচ্য বিষয় স্পষ্ট করতে হলে এই ভাষিক এলাকার ঐতিহাসিক এবং ভাষিক বিবর্তনের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাথে সাথে সামাজিক আলোচনাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োজনেই এই অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতীয় আর্য ভাষার ঔপভাষিক বিবর্তনে নিঃসন্দেহে গাঙ্গেয় সমভূমির যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ব্যাপ্ত তার গুরুত্ব অসীম। ভারতীয় আর্যভাষা যখন অঞ্চল ভেদে সাধারণের নিত্য ব্যবহার্য কথ্য ভাষায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরের পথে তখনই সাহিত্যের সাধারণ প্রয়োজনে এবং সর্বজন গ্রাহ্য ব্যাকরণিক রূপ দিয়ে লিখ্য সংস্কৃত ভাষার সৃষ্ট হয়। এবং যার চর্চা এই সংকীর্ণ হয়েও বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। বস্তুত সাধারণভাবে বর্তমানে ভাষা সমূহের সাধারণের কথ্য ভাষায় সাহিত্যকর্মের শুরু খৃষ্টীয় দশম-একাদশ থেকে পঞ্চাদশ শতাব্দের মধ্যে কিন্তু গাঙ্গেয় সমভূমির এই অঞ্চলেই খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতাব্দেই লৌকিক ভাষার চর্চা শুরু হয়। এই কথ্য ভাষাকে ভাষাতাত্ত্বিকগণ প্রাকৃত বলে চিহ্নিত করেছেন।

বাংলার নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল, তার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য এবং ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য দুই-ই অংশত ভিন্নতর। যদিও ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এই দুই অঞ্চল গঙ্গা নদীর মধ্যগতি অববাহিকার ঠিক মধ্যস্থল থেকে সম্পূর্ণ নিম্নগতি অঞ্চলের সাথে সংপৃক্ত। গঙ্গা নদীর পার্বত্য গতি শেষ হয়েছে হরিদ্বারে এবং হরিদ্বার থেকে রাজমহল পর্যন্ত যেখানে গঙ্গাপদ্মা এবং ভাগীরথী নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরাভিমুখে ছুটেছে সেই পর্যন্ত মধ্যগতি ধরা হয়। রাজমহল থেকে সাগর পর্যন্ত গঙ্গার নিম্ন গতি। হরিদ্বার থেকে রাজমহল পর্যন্ত এই দীর্ঘপথের প্রায় মাঝামাঝি বারাণসী বা কাশী। কাশীর পর থেকেই গাঙ্গেয় অববাহিকাতেই ঐতিহাসিক ভারতের গৌরবের উত্থান। ভারতের বর্তমান কাল পর্যন্ত বিশ্বখ্যাতি এই অববাহিকায় গড়ে উঠা সাম্রাজ্য, সংস্কৃতি এবং ধর্মের উত্থান এবং বিস্তৃতি।

অন্যদিকে হিন্দি ভাষার বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ উদয় নারায়ণ তিওয়ারী তাঁর 'হিন্দি ভাষা কা উদ্‌গম আউর ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে ভারতীয় আর্য ভাষার সরাসরি মাত্র তিনটি স্তর বিভাগ করেছেন যেমন প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক সংস্কৃত এবং সংস্কৃত), মধ্যভারতীয় আর্যভাষা (অশোকের শিলালিপি, পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ) এবং আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা (হিন্দি, বাংলা, গুজরাটি, মারাঠি প্রভৃতি)। ঐতিহাসিকগণের মতে আর্যদের ভারতে আগমনকাল খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। এবং সেই সময়েই ঋকবেদ রচিত হয়। আর্যদের আগমণ ঘটে উত্তর পশ্চিম ভারতের গিরিপথ ধরে। তাদের প্রথম বসতি বিস্তার সিন্ধুসহ পঞ্চনদী এবং বর্ধমাননে লুপ্ত প্রবাহ সরস্বতী দৃষদ্বতীর অববাহিকায়। তারপর আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটেছে গঙ্গা-যমুনা বিধৌত অববাহিকা ধরে ক্রমশঃ পূর্বে এবং সম্পূর্ণ উত্তরাপথে। ঐতিহাসিক এই ব্যাখ্যা অনুসরণ করেই বৈদিক মৌলিক ভাষার বিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ভারতের শুরু গাঙ্গেয় নিম্ন অববাহিকায়। বস্তুত হর্যঙ্ক বংশের পূর্বে ভারতের কোন ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় শক্তির ইতিহাস নেই। এই হর্যঙ্ক বংশ থেকে যদি কোন রাজতরঙ্গিনীর কালানুক্রমিক তালিকা রচনা করা যায়, দেখা যাবে যে মুসলমানদের আগমনকাল পর্যন্ত ভারতের কেন্দ্রীয় শক্তি বিবর্তিত হয়েছে যে অঞ্চলে, সিন্ধু এবং তার শাখা পঞ্চনদীর দূরত্ব অনেক দূরে।

ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে, সাধারণভাবে উল্লেখ করলে দেখা যায়, হর্যঙ্ক বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি বিম্বিসার খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধকে শাসনের যে কেন্দ্র বিন্দু করেন, তারপর প্রায় সাড়ে আটশ বৎসর পর্যন্ত মগধ এবং পরে পাটুলিপুত্র ছিল শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল। বিম্বিসারের আমলেই গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব। তিনিও মগধ সম্রাজ্যের উপকণ্ঠের ক্ষুদ্র নৃপতিবংশোদ্ভুত। এমনকি জৈন ধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরও মোটামুটি সমসাময়িক। এই দুই ধর্ম প্রচারকই লৌকিক ভাষায় তাদের ধর্ম প্রচার করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম রাজপৃষ্টপোষণ পাওয়ায় তার যে পরিমাণে প্রভাব এবং ব্যাপ্তি ঘটেছে জৈন ধর্মের বেলায় তেমনটি ঘটেনি। যদিও মতবাদ হিসাবে জৈন ধর্মের অবলুপ্তি ঘটেনি কখনোই।

হর্যঙ্ক বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি বিম্বিসার নিজেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হর্যঙ্ক বংশের পর শিশুনাগ বংশ এবং ক্রমানুসারে নন্দবংশ, মৌর্যবংশ, শুঙ্গবংশ এবং সর্বশেষে গুপ্তবংশ মগধ এবং তারই কাছে পাটলিপুত্রে রাজত্ব করে গেছেন। ভাষার সাথে শাসন ও সংস্কৃতির যোগ নিবিড়। লৌকিক ভাষা যখন সাহিত্যর ভাষা হয়, এবং সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটে, ইতিহাস বিশ্লেশণ করলে দেখা যায় সমকালীন শাসন কেন্দ্র এবং সংস্কৃতি তার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শাসন ব্যবস্থার ভর কেন্দ্র এবং তার চরিত্র সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য রচনা করে। অন্যদিকে সাহিত্যের অবলম্বন ভাষা। শাসনের ভরকেন্দ্রের ভাগই সেই কালের সাহিত্যের বাহন হয়ে ওঠে। শাসিত এলাকার বিস্তৃতির উপর তার সামগ্রিক প্রভাব পড়ে। এবং সাহিত্যের ভাষার পারম্পর্যের প্রয়োজনেই তৈরী হয় ভাষার ব্যাকরণ। বিগত দুই শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের পর্যালোচনা করলেই এই সত্যের উপলব্ধি সম্ভব। যা বর্তমান কালের বেলায় সত্য তা অতীতের বেলাতেও সত্য। এরই প্রেক্ষিতে ভাষার বিবর্তন পর্যালোচনাই ঐতিহাসিক ভাষা বিভিন্ন বলে পরিচিতি লাভ করেছে। অন্যদিকে সাহিত্যের ভাষা ক্রমে বদ্ধ জলাশয়ের মত হয়ে পড়ে। তার চরিত্রে সংস্কারের গোড়ামি যত বেশি শিকড় গজায়, তত বেশি পরিমাণে তার সংকীর্ণতা, ততবেশী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সাধারণের কাছ থেকে। কারণ প্রবহমান নদীর মতই লৌকিক ভাষা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এক কাল থেকে অন্যকালে এবং

শাসনের ভর কেন্দ্রের এবং চরিত্রের সাপেক্ষ নিয়ত বিবর্তিত হয় পরিবর্তিত হয়। শব্দের অর্থের কখেনা প্রসারণ ঘটে কখনো সংকোচন ঘটে। প্রচলিত শব্দের অব্যাবহারে অবলুপ্তি ঘটে। উচ্চারণে পার্থক্য ঘটে বিভিন্ন ভাবে, অভিশ্রুতি, অপিনিহিত, বিপর্যাস প্রভৃতি বৈশিষ্টগুলির জন্য বিবর্তিত ভাষা সম্পূর্ণ নতুন ভাষা গড়ে ওঠে।

বৈদিক ভাষা যে সময়ে ভারতেব প্রসার লাভ করে সে সময় ভারতের ঐতিহাসিক কাল নয়। আনুমানিক কাল। তবে নিঃসন্দেহে বলা চলে বৈদিক ভাষার যুগ ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রভাবিত যুগ। সেই সাথে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত জনপদগুলির যুগ। এই সময়ে সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতির এবং সাহিত্যের ইতিহাস নেই। শাসনের ভরকেন্দ্র এবং চরিত্র ও অস্পষ্ট। ফলে ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তনের ছবিটি সবসময়ই অস্পষ্ট থেকে গেছে। লৌকিক ভাষার প্রথম উদাহরণ পাওয়া যায় ভারতীয় আর্যভাষা মৌলিক বৈশিষ্ট নিয়ে, যে সময়ে বর্তমান ছিল বলে অনুমান করা যায়, তার মোটামুটি দেড় হাজার বছর পড়ে। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে। যে সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরূদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হয় বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের উত্থানের মধ্য দিয়ে দেখা যায় এই ধর্মের প্রবর্তক এবং প্রচারকগণ লৌকিক ভাষায় তাদের ধর্ম উপদেশ দিয়ে গেছেন। দুই ধর্মের ধর্মগ্রন্থই সমকালীন লৌকিক ভাষায় লিখিত। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ঋক্ বেদের সময়ে প্রচলিত ভাষা দেড় হাজার বচরের বিবির্তনের ফলে সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষার সাথে সংযোগ হারিয়ে শুধুই মানুষের চর্চার ভাষায় পরিণত হয়ে পড়ে ছিল-এ ঐতিহাসিক সত্য। অন্যদিকে ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় শক্তি, তার সীমানা যতই ক্ষুদ্র হোক, তার ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় হর্যঙ্ক বংশের বিম্বিসারের সময় থেকে। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক এবং বুদ্ধের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু তার পুত্র অজাতশত্রু পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষণা করেন। নৃপতি বিম্বিসার বুদ্ধের অনুগামী হওয়ায় রাজধর্মের আনুকুল্য লাভ করেন, ফলে যে নতুন সংস্কৃতির উত্থান শুরু হয়, তার কোন প্রভাব সাহিত্যে পড়বার আগেই অজাতশত্রু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে পুনরায় চাপিয়ে দেয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুরাগী অজাতশত্রু বৌদ্ধদের উপর অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত আছে। রবীন্দ্রনাথ অবদান শতকের একটি কাহিনী থেকে নেওয়া তার 'পূজারিণী' কবিতায় এর যে বর্ণনা করেছেন , তাতে স্পষ্ট যে ধর্মীয় অত্যাচার এবং সেই সাথে সাহিত্য সংস্কৃতির ধ্বংস রাজশক্তির চরিত্রের সাথে নিবিড় সংপৃক্ত ছিল। হর্যঙ্ক বংশই প্রথম ঐতিহাসিক বংশ। তখন থেকেই মগধ ভারতের রাজধানী সহস্র বৎসর। কিন্তু অজাতশত্রু পরবর্তী প্রায় আড়াই শত বৎসর, সম্রাট অশোক পর্যন্ত লৌকিক ভাষার টুটি টিপে রাখা হয়েছিল, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দোর্দণ্ড প্রতাপে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার দূরের কথা তার অস্থিত্বই সংকটের মধ্যে দিয়ে গেছে। ফলে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দিতেই লৌকিক সাহিত্যের সূচনা হয়ে তার কল্লোল ধ্বনি শোনার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল, তার উৎস মুখে পাথর চাপা দেওয়া হয়। তবে নীরবে লৌকিক সাহিত্য চর্চা অবশ্যই প্রচলিত ছিল। যার প্রমান পরবর্তী কালে বৌদ্ধ জাতক এবং ত্রিপিটকে আমরা দেখতে পাই। পালি ভাষার উদ্ভব সম্ভবত এই সময়েই। হর্যঙ্ক বংশ থেকে মৌর্য বংশের বিন্দুসার পর্যন্ত শিশুনাগ বংশ এবং নন্দ বংশ রাজত্ব করে গেছে। শিশুনাগ বংশ প্রতাপান্বিত কেন্দ্রীয় শাসনের অধিকারী কতদূর ছিল, সে সম্পর্কে সন্দেহ করা গেলে ও পরবর্তী নন্দ বংশ যে মগধের শক্তিশালী রাজশক্তি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। গ্রীক সম্রাট আলেকজেন্ডার পুরু বিজয়ের পর পূর্বদিকে যে আর অগ্রসর হননি তার অন্যতম কারণ ছিল নন্দবংশের শক্তি সম্পর্কে ভীতি। ভারতের প্রথম প্রতাপশালী বংশ মৌর্যবংশ। সম্রাট অশোকের সময়েই প্রথম প্রায় সমগ্র ভারত একই কেন্দ্রীয় শক্তির শাসনাধীনে আসে। গত চার হাজার বৎসরে মাত্র আলাউদ্দিন খিলজি স্বল্প শাসন ব্যাতিরেকে মুঘল ইংরেজ এবং স্বাধীনতার পর বর্তমান ভারত ব্যাতীত ভারতীয় উপদ্বীপের নিয়ন্ত্রণে একক কেন্দ্রীয় শক্তি মাত্র মগধের সম্রাট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কেন্দ্রীয় শক্তি বিস্তৃতিতম হয়েছিল মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়ে। সুতরাং সংগত কারণেই মগধ সম্রাটের পৃষ্টপোষণা এবং মগধকে কেন্দ্র করেই যে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং শিল্প তার বিস্তার লাভ করেছিল। মগধ সম্রাজ্যতো বটেই বৃহৎ শক্তি হিসাবে মগধের আত্মপ্রকাশের ফলে, পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি প্রভাবিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতি ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। এ ঐতিহাসিক সত্য। ইসলাম আক্রমণের পর এবং ইসলামী বিজেতাগণ ভারতে সম্রাজ্য স্থাপনের পর, এদেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং ভারতীয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় সংঘাত প্রকট ছিল। ইসলামীশাসকগণ স্বধর্মের পৃষ্ঠপোষনায় ভারতীয় ধর্ম, যা সাধারণ ভাবে তাদের কাছে হিন্দুদের ধর্ম বলে পরিচিত, তাদের অনুসরণকারীদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে শক্তি প্রয়োগের পরিণতি, আজ ও ভারতের জাতীয় জীবণের প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। কিন্তু একথা ভাবার কারণ নেই যে প্রাক-ইসলামী যুগেও এর ব্যাতিক্রম ছিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে ভারতে যে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন শুরু হয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে তা ছিল ধর্ম বিরোধী। ফলে কেন্দ্রীয় শক্তির ক্ষমতা পরিবর্তনে রাজশক্তির ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ জীবনে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পূর্বেই অজাতশত্রুর উদাহরণ ছিল তা বলা হয়েছে।

মগধের শাসন ক্ষমতায় সম্রাট অশোক ক্ষমতাসীন হলে এই প্রতিবাদী ধর্মের অন্যতম বৌদ্ধ ধর্ম ভারতীয় সমাজ জীবণে যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে সমাজ সংস্কৃতি এবং ভাষার উপরও তার প্রভাব পড়েছিল অপরিসীম। এবং বৌদ্ধ ধর্মের

উপাসনার চেয়ে বেশী ছিল সমাজ জীবণের আচরণীয় লৌকিক আচারের উপদেশ। আর ভাষা ও ছিল লৌকিক। এবং সংগত কারণেই ভারতীয় আর্য ভাষার বিস্তারের সাথে সাথে মূল ভাষায় যে আঞ্চলিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তাতে অঞ্চলের লৌকিক ভাষা রাজভাষা হিসাবে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করেছিল সন্দেহ নেই।

বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রায় তিন শতাব্দী পরে সম্রাট অশোক মগধের সিংহাসনে আসীন হন। আড়াই'শ বৎসর মগধের লৌকিক ভাষায় নিঃসন্দেহে ব্যাপক পরিবর্তন ও হয়েছিল। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিকগণ ভারতীয় আর্যভাষার যে শাখাকে প্রাচ্য বলে অভিহিত করেছেন বুদ্ধের সময় থেকে অশোক পর্যন্ত সেই আঞ্চলিক ভাষাই বিবর্তিত হয়েছিল। অন্যদিগে বুদ্ধ বর্তমানের নেপালের অন্তর্গত কপিলাবস্তু নগরে জন্ম গ্রহণ করলেও বর্তমানে ভৌগলিক সীমানার বিচারে এস্থল অতি অপ্রাসঙ্গিক। উভয়ে একই ভাষা অঞ্চলের মানুষ। বুদ্ধদেবের ধর্মীয় উত্থান কপিলাবস্তু অতিক্রম করে মগধ সম্রাজ্যের গয়ায় তাঁর বোধিলাভ এবং কুশিনগরে তার দেহবসান।

বুদ্ধদেবের সময়েই বৈদিক ধর্ম যেমন আচার সর্বস্ব হয়ে পড়েছিল, তেমনি উপাসনার ভাষা বেদ মন্ত্রও সাধারণের কথ্য ভাষার সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিল বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে। ফলে লৌকিক ভাষায় প্রচারিত বৌদ্ধঃ ধর্মের আবেদন সাধারণের কাছে অনেক বেশী আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসের পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে খৃঃ পূঃ ঐতিহাসিক কাল থেকে খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের পূর্বে, মগধের পূর্বাঞ্চলে বঙ্গ-প্রাগজ্যোতিষপুর অর্থাৎ বাংলা এবং বর্তমান আসাম পর্যন্ত এমন কোন প্রতিবাদী রাজশক্তির উত্থান ঘটে নি, যা মগধের প্রভাব কে অস্বীকার করতে পারে। এরই সূত্রে সিদ্ধান্ত করা যায় যে বাঙলা আসাম থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব, মুসলমান শাসনের পূর্বকাল পর্যন্ত ব্যাপক ছিল। অর্থাৎ পশ্চিমে বারাণসী এবং পূর্বে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম ছিল সাধারণের ধর্ম। যার প্রভাব আজ ও বার্মা থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত। এমনকি এই অঞ্চলে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে ও বৌদ্ধ প্রভাবিত সংঘজীবনের প্রভাব। যা আখড়া বলে পরিচিত। এমনকি পোষাক ও। একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মেই সন্যাসীর কৌপিন ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পোষাক। মুসলমান শাসনে সেলাই করা পোষাক পড়ার শিক্ষা বাদ দিলে এই বিস্তৃত অঞ্চলে এখন ও এই পোষাকই পরিচিত। যা বৌদ্ধের পোষাক লুঙ্গি। বাঙলা, বিহার অসমের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের প্রাত্যহিক পরিধেয় 'লুঙ্গি' শব্দটিও বর্মী ভাষা জাত।

শুধু পরিধেয় নয় মগধের প্রভাব পড়েছিল এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভাষাতেও। বাঙলা, বিহার, অসম, উড়িষ্যার বর্তমান ভাষা মাগধী ভাষারই উত্তরসূরী। এদেরই সমাজ সংস্কৃতিতেও একান্ত মিল পাওয়া যাবে। এরা যত না ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী তার চেয়েও বেশি এরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিরোধী। সুতরাং খুব স্বাবাভিক ভাবেই যে কোন অঞ্চলের ভাষা তাত্ত্বিক বিবর্তন এবং পরিবর্তনে সেই অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক শক্তির চরিত্র এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিশ্লেষণে একান্তভাবে অপরিহার্য। রোমিলা থাপার স্পষ্টই তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে নন্দ বংশের রাজত্বকাল পর্যন্ত, মগধের রাজশক্তি পুনঃ-পুনঃ পরিবর্তনের কাহিনী বিশ্লেষণ করে তা লিখেছেন, তাতে পূর্বোক্ত মতবাদেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

অজাতশত্রুর মৃত্যু হ'ল খৃঃপূর্ব ৪৬১ সালে। তার পরের পাঁচজন রাজাই পিতৃহন্তা নিকট আত্মীয়দের ঘাতক ছিলেন বলে শোনা যায়। এই পাঁচ রাজার সর্বশেষ রাজাকে খৃঃপূর্ব ৪১৩ সালে রাজ্যচ্যুত করল এবং তার যায়গায় শিশুনাগ নামে একজনকে রাজ্য শাসন কর্তা নিযুক্ত করল। শিশুনাগ বংশের শাসন চলল মাত্র অর্ধশতাব্দী এবং এই বংশের উচ্ছেদ ঘটল মহাপদ্ম নন্দের হাতে। তাঁর অবসান ঘটল খৃঃ পূঃ ৩২১ সালে। রাজবংশের এইসব দ্রুত পরিবর্তন ও দুর্বল রাজাদের শাসন সত্ত্বেও মগধ বাইরের সমস্ত আক্রমণ (যেমন অবন্তী রাজ্যের আক্রমণ) প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিল এবং গাঙ্গেয় সমভূমি-অগ্রগণ্য রাজ্য হিসাবেই পরিগণিত হয়েছিল।

ভারতের ইতিহাসে এইরকম উদাহরণ আরও পাওয়া যাবে যে রাজক্ষমতা পরিবর্তিত হলেও সামগ্রিক জনজীবনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য অটুট ছিল। জনজীবনের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যই কোন বিশেষ জনগোষ্ঠির বা দেশের মূল চালিকা শক্তি। প্রাক্-আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। এই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য আবর্তিত হয়েছে ধর্মকে কেন্দ্র করে। ধর্ম, ধর্মীয় অনুশাসন এবং ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য শিল্পই ছিল এই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রাণশক্তি। ই. এইচ. কার. প্রমুখ প্রগতিশীল ঐতিহাসিকগণের মত অনুসরণ করে ইতিহাসের লিখিত রূপ এবং সত্যিকারের ইতিহাসের পার্থক্যের বিতর্ক উত্থাপন এ প্রবন্ধে নিস্প্রয়োজন। সহজভাবে মেনে নেওয়া যায় যে ধর্মীয় আচার আচরণে বিকৃতি দেখা দিলে সাধারণের বোধগম্য ভাষা থেকে ধর্মীয় অনুশাসনের সংযোগ হারিয়ে ফেলে। এর মূল কারণ পুরোহিত এবং শাসনের ক্ষমতালিপ্সা। এরই পরিণতিতে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের সূত্রপাত। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই ঘটনাই ঘটেছিল বুদ্ধদেব এবং জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের অভ্যুদয়ে। রাজপৃষ্ট পোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করে

মগধ সাম্রাজ্যে। সহজভাষায় বলতে গেলে একদিকে লৌকিক ভাষার সহজবোধ্য উপদেশ অন্যদিগে রাজপৃষ্টপোষকতায় রাজানুগত্যের জন্য বৌদ্ধধর্ম মগধ সম্রাজ্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথাগত ব্রাহ্মণ্য বিরোধী মতবাদের জন্য বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্যবাদীগণের কাছে ছিল নাস্তিক এবং ধর্ম বিরোধী।

যাইহোক বৌদ্ধধর্মের জন্যই মগধে সেইসময় সাধারণের লৌকিক ভাষার চর্চা শুরু হয়। এবং গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে এর ব্যাপ্তি হয় বিশাল। সমকালীন পূর্ব ভারতের ইতিহাস অস্পষ্ট। বিশেষতঃ গাঙ্গেয় নিম্ন অববাহিকায় মগধ সম্রাজ্য গাঙ্গেয় নিম্ন অববাহিকা অর্থাৎ বাংলা উড়িষ্যা এবং আসামের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাসের যে কাহিনী পাওয়া যায় তা খৃঃ সপ্তম শতব্দী থেকে শশাঙ্কের উত্থানের পরবর্তীকাল। কিন্তু একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে সেই সময়ে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জনবসতি শূন্য ছিল। সম্রাট অশোকের সময়ে কলিঙ্গর ইতিহাস এবং রাজশক্তি সমৃদ্ধ। ফলে বিস্তৃত গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বিধৌত অঞ্চল সম্পর্কে ইতিহাসের রাজশক্তির কাহিনী না পাওয়া ইতিহাসের দূর্বলতা। জনগোষ্ঠির নয়। এই প্রবন্ধ ইতিহাসের নয়। ভাষা বিজ্ঞান বিষয়ক। ভাষা বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নিবিড়। ভাষা তাত্ত্বিকগণ রাজ শক্তির কাহিনী প্রণেতা ঐতিহাসিক গণের এই দূর্বলতা প্রকট করে তুলেছেন ভাষার বিভিন্ন স্তর বিশ্লেষণ করে। ভাষা বিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ অনুসারে আর্যভাষা মধ্যযুগে প্রবেশ করেছিল। এই সময়ে ভারতীয় আর্য ভাষা গুলির বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ প্রকট হয়ে উঠে। মাগধী তার অন্যতম। এবং ঐতিহাসিক কারণে বুদ্ধ ও মহাবীর এই মাগধী ঔপভাষিক অঞ্চলের। মগধের সম্রাজ্য এবং মগধ সম্রাট অশোকের বুদ্ধ ধর্মের পৃষ্টপোষণার জন্য নিশ্চিত বিশ্বাস মাগধী উপভাষার প্রসার লাভ করে।এবং এরই ফলশ্রুতি তার আঞ্চলিক বিস্তার। শাসন ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির ভাষিক অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করে ছিল। ফলে মাগধী অপভ্রংশ থেকেই জন্ম বিহারী, বাঙ্গালী, ওড়িয়া এবং অসমীয়া ভাষার।

আশ্চর্য বিষয় হল বিহারী অর্থাৎ মাগধী, ভোজপুরী এবং মৈথিলী তিনটি ভাষার মধ্যে মাগধী সবচেয়ে দূর্বল। নিতান্তই লৌকিক ভাষা। বিগত দুই হাজার বছরের মাগহীতে সাহিত্যের পুষ্টি হয় নি। অপরদিগে বাঙ্গালী অর্থাৎ বাঙলা, মৈথিলী এমনকি ওড়িয়া ভাষাতেও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং পুষ্টি লাভ করেছে। কোন তথ্য প্রমাণের কূটতর্ক না করেও স্পষ্ট করে বলা যায় যে মাগহীকে জোড় করে দাবিয়ে রাখা হয়েছিল। এই দাবীয়ে রাখার প্রধান কারণ মগধ থেকে বৌদ্ধ শাসনের বিলুপ্তি এবং বৌদ্ধ বিরোধী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সশক্তি অধিপত্য। ইতিহাসনুসারে এই মধ্যবর্তী সময়ে বাঙলায় বৌদ্ধ পৃষ্টপোষণা পুনরুত্থান দেখা যায়। কিন্তু মৌর্য বংশের পতনের পর মগধে আর কখনই বৌদ্ধধর্মের পৃষ্টপোষণার সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে রাজশক্তির প্রাবল্যের কারণেই বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চেয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্য বেশি ছিল। মগধ অঞ্চলেও বৌদ্ধ প্রভাব ব্রাহ্মণ্য শাসন বিলুপ্ত করতে পারে নি। ফলে এই অঞ্চলে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং ভাষিক সম্পর্ক নিবিড় ছিল উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত।

সহজ কথায় বলা যায় যে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে মগধের যে উত্থান ঘটেছিল তার সাংস্কৃতিক সীমানা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে মৌর্য শাসনের সময় উত্তর-পশ্চিম গঙ্গা থেকে পূর্বে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ফলে মগধ সংস্কৃতি একসময়ে সমগ্র ভারতে প্রভাব বিস্তার করে ছিল। এই সংস্কৃতি ছিল বৌদ্ধধর্ম জাত সংস্কৃত নির্ভর। মৌর্য শাসনের পতনের পরে ব্যাপক ভাবে আর কোন বৌদ্ধ সম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তার ঘটেনি। বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে অবশ্যই। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনরায় ভারত শাসন করেছিল এবং সেই ব্রাহ্মণ্য শাসন ও ছিল সীমাবদ্ধ অঞ্চলে। গুপ্তযুগে তার আংশিক বিস্তার হলেও পূর্ব ভারতে তার প্রভাব ছিল সামান্যই।এই ব্রাহ্মণ্য শাসিত ভারতবর্ষও ছিল বহুধা বিভক্ত। ব্রাহ্মণ্য শাসনের পুনরুত্থানের ফলে বৌদ্ধদের শুধু অবহেলাই নয় ব্রাহ্মণ্য বিরোধী বৌদ্ধদের নির্যাতিত হতে হয়েছিল। অন্যদিকে পূর্ব ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব দশম শতাব্দী পর্যন্ত ছিল অপ্রতিহত। বাঙলার ঐতিহাসিক শাসক শশাঙ্ক ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পাল রাজত্বে বৌদ্ধ ধর্ম রাজপৃষ্টপোষকতা পেয়ে ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানে সংস্কৃত চর্চার প্রসার হয়েছিল। কিন্তু সাধারণের সাথে সেই চর্চার পরিণতির কোন সম্পর্ক ছিল না। উপরন্ত বৌদ্ধরা অত্যাচারিত হয়েছিল। এই সংস্কৃত চর্চা পূর্বাঞ্চলে বিস্তার লাভ করেনি। ফলে লৌকিক ভাষার বৌদ্ধ শাস্ত্র চর্চার ধারা লুপ্ত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ মঠ গুলিতে ও ধর্মীয় সাহিত্য চর্চা সাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। ফলে যে মাগধী উপভাষার সৃষ্টি হয়েছিল তা ক্রমে সাহিত্য সম্পর্ক রহিত চর্চা শূন্য সাধারণের কথ্য ভাষায় বিবর্তিত হতে হতে মাগধী অপভ্রংশ থেকে বিহারী, বাঙালী, ওড়ীয়া এবং অসমীয়ার ভাষার সৃষ্টি হয়।

একটি ভাষার উপর অপর ভাষার প্রভাব সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করতে গেলে তার বর্ণমালা, উচ্চারণ এবং প্রত্যয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে পারলে মনযোগী পর্যবেক্ষণে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রভাব ও বোঝা যায়। পূর্ব গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের দুই চব্বিশ পরগণা (উত্তর ও দক্ষিণ), নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার অবাঙালী ভাষীদের ভাষিক বিবর্তন এবং উচ্চারণ প্রভেদ এবং

স্থানীয় প্রভাব সর্বোপরি সাক্ষর ও নিরক্ষর ভেদে এবং মানসিকতার ভিন্নতা এদের উপর বাংলা ভাষার প্রভাব এবং উচ্চারণ বৈশিষ্ট সরলীকরণ করা সম্ভব হবে।

গ্রন্থসূত্র, তথ্যঋণ –

১) সেন মুরারী মোহন, ভাষার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬১।
২) বসু শুদ্ধ সত্ব, বাঙলা ভাষার ভূমিকা, কলিকাতা, ১৩৭২।
৩) সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৩স-সহ কলিকাতা, ১৯৭৯।
৪) ভট্টাচার্য পার্বতী চরণ, বাংলা ভাষা, কলিকাতা, ১৯৭৬।
৫) চট্টোপাধ্যায় নৃপেন্দ্র নারায়ণ, ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ, কলিকাতা, ১৯৮৩
৬) রায় পূর্ণ্য শ্লোক, ভাষার মূল্যায়ণ, কলিকাতা, ১৩৮৩।
৭) চট্টোপাধ্যায় সুনীতি কুমার, বাংলা ভাষা তত্ত্বের ভূমিকা, ৮ম সং.ক.বি. , ১৯৭৪।
৮) মজুমদার পরেশ চন্দ্র, আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গ, কলিকাতা ১৯৮৭।
৯) রায় মোহিত কুমার, বাংলা ভাষাতত্ত্ব, বা.একা. ঢাকা, ১১৭৫।
1) Chattarjee S.K., language and literature of modern India, Cal-1963.
2) Chatterjee S. K., The origin and development of the Bengali language.
3) Chetterjee S. K. & Sen S., A Middle Indi- Aryan reader Part (1& 2), CU, 1960.
4) Annamalai (DV)E (ed), Language movement In India, 1979.
5) Debi Prasanna Pattanayak, A controlled Historical reconstruction of ORIYA, ASSAMESE, BENGALI, HINDI, 1966.
6) Ghosh B.K., The Aryan Problem in the History and culture of the Indian People vol-1, 1979.
7) G.A. Grierson, Language survey of India vol-V, Cal, 1973.